সংবাদ

তারিখ ... 07-FEB 2005

ফিচার

উচ্চ শিক্ষার খরচ যোগাতে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছে

বর্তমানে দেশে একটি কথা প্রচলিত আর তা হলো, টাকা যার হাতে শিক্ষাটা তার।' যদিও কেউ কেউ এ কথার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তথাপিও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, একটি সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বাবা-মা'র চিন্তার অন্ত নেই। স্কুল-কলেজের পর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় ছেলেমেয়েকে যথাযোগ্য স্থান দিতে সীমিত আয়ের বাবা-মাকে অকূল পাথারে পড়তে হয়। সন্তানকে সমাজের উচ্চাসনে দেখবে এ রকম প্রত্যাশাই সব বাবা-মা'র। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে, শিক্ষার্থীরা ছোটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সেখানেও তাদের ভর্তিযুদ্ধে নামতে হয়, তবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার বালাই নেই। আবার কারও কারও ইচ্ছেই থাকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। বাবা-মা কষ্ট করে হলেও তখন ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

দেশের ৭৩টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের আরও অবনতি হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদন্নোতি ও পদায়নে চলছে চরম অনিয়ম। পাশাপাশি চলছে একাডেমিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক সেক্টরে অনিয়মের বিভিন্ন খেলা। ১৯৯৩ সালে যখন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অনুমোদন দেয়া হয় তখন থেকেই একটি বিতর্ক খুব জোরেশোরে দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়।

সরকার বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কেট ইকোনোমির নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি গত ৬ নভেম্বর ২০০৪-এর সভায় বলা হয়, সরকার ভবিষ্যতে ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, শাহজালাল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাবসিডি কমিয়ে দেবে।

সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামো সুবিধা বেশি। অনেক যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বেতন এবং অন্যান্য ফি কম। শিক্ষকদের বেতনও কম। অপরদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামো সুবিধা, বেশিরভাগ শিক্ষকের যোগ্যতা সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের বেতন বেশি। শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধাও বেশি। তাই স্বভাবতঃই পাবলিক ভার্সিটির শিক্ষকরা পাঠদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম গুরুতর ব্যাহত হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অনুমোদিত পদের দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে ৪৪৬টি পদে শিক্ষক অনুপস্থিত রয়েছেন। এছাড়া তিন শতাধিক শিক্ষক নিয়ম বহির্ভূতভাবে কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরাই কনসালটেন্সিতে বেশি জড়িত। তাদের বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, এনজিও ব্যবসা, বাণিজ্য সংস্থায় কো-অর্ডিনেটর, ডিরেক্টর

উপদেষ্টা কিংবা দেশী-বিদেশী সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষকরা অবশ্য সব সময়ই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগেই যথাসময়ে ক্লাস শেষ হয় না এমন অভিযোগ অনেক ছাত্রছাত্রীর। তার ওপর সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে সেশন জটে চলে যায় অনেকটা সময়। তাই অনেক পিতা-মাতা কষ্ট করে হলেও নির্বিঘ্নে দ্রুত পড়াশোনা সম্পন্ন করার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েকে পড়াতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

অতি সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত এক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর এবং অন্যান্য সুবিধার শোচনীয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তদন্ত কমিটি ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ন'টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তোষজনক ও ৮টিকে বাতিলের সুপারিশ করেছে। এতে স্পষ্ট যে, শিক্ষার নামে কিছু ব্যক্তি বাণিজ্য শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল আলম খান বলেন, 'আমাদের দেখতে হবে শিক্ষাটা পণ্য না সেবা। যদি পণ্য হয়, সেক্ষেত্রে যারা ব্যবসা করছে তারা ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমরা শিক্ষাকে আমাদের জন্মগত অধিকার মনে করি তাহলে সেখানে সরকারের অবশ্যই সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।' তার সরকার যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডি কমিয়ে দিতে চায়, সেক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিক বৃত্তির সংখ্যা বাড়ালে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জন্য ততটা সমস্যা হবে না বলে মনে করেন অধ্যাপক মনিরুল আলম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেশের ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তোষজনক বলেছে, তারই একটি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এই ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং অব টেলিকমিউনিকেশন (ইটিসি) বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র জানান, তার কোর্স সম্পন্ন করতে দুই লাখ টাকা লাগবে। প্রথম ১০ ক্রেডিটের জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ১৭ হাজার টাকা।

এতো টাকা খরচ করার সামর্থ্য স্বল্প আয়ের মানুষের নেই। কিন্তু অনেক ছেলে মেয়ে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল খারাপ করার ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় বসতে পারে না। আবার যারা বসতে পারে তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। সেই ধরনের ছেলে মেয়েরাও এখানে পড়তে আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প আয়ের পরিবারের সন্তান।

সরকার বলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ তারা বহন করে। এ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক হারে বেতন ফি আদায়ের চিন্তা করছে। তবে এ নিয়ে দেশে বড় ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। কারণ অনেকেই মনে করেন, সরকার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

❑ নাসরীন বেগম
নিউজ নেটওয়ার্ক